সংবাদ

24 DEC 2000
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

নান্দাইলে এক স্কুলে দুই প্রধান শিক্ষক : পাঠদান বিঘ্নিত

প্রতিনিধি, নান্দাইল (ময়মনসিংহ)

নান্দাইল পৌর সদরের চণ্ডিপাশা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দু'জন প্রধান শিক্ষক কর্মরত থাকায় স্কুলে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টিসহ শিক্ষা কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা চলছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সিরাজ উদ্দিন ভূঁইয়া বিভিন্ন অনিয়মের কারণে চাকরি হারানোর পর গত ১০ সেপ্টেম্বর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পান সহকারী শিক্ষক মোজাম্মেল হক ভূঁইয়া লিটন। এই শূন্যপদটি দখলের জন্য ৭/৮ জন শিক্ষক শুরু থেকেই বিভিন্ন দপ্তরে তদবির করে আসছিল।

একপর্যায়ে শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (বিদ্যা) মো. ইমামুল ইসলাম চণ্ডীপাশা মাডল স্কুলে রফিকুল ইসলাম খানকে বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ময়মনসিংহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আদেশ পেয়ে অন্য এক চিঠিতে জানান, চণ্ডীপাশা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতাই তার নেই। এ অবস্থায় অন্য কাউকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

দীর্ঘদিন স্থগিত থাকার পর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রধান শিক্ষক ইকবাল হোসেনকে দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এদিকে খবর পেয়ে রফিকুল ইসলাম খান তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের এমপি ও নেতাদের সহযোগিতায় মহাপরিচালকসহ অন্য কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে আগের সিদ্ধান্ত বহাল রেখে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার এক আদেশে গত ১৩ ডিসেম্বর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কোন অর্ডার না নিয়ে হাজিরা খাতায় প্রধান শিক্ষক হিসেবে সই করেন। এ সময় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বাধা দিলে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। এদিকে [illegible]

অফিস আদেশে মো. রফিকুল ইসলাম খান [illegible] আউটারগাতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যা[illegible] কাজ করার জন্য নির্দেশ দেন। অন্য[illegible] বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়। এ[illegible] আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে রফিকুল ইস[illegible] খান প্রধান শিক্ষক হিসেবে চণ্ডীপাশা ম[illegible] সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছেন। [illegible] স্কুলের প্রশাসনিক কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে[illegible] এ ঘটনায় শিক্ষক এবং অভিভাবকমহলে চ[illegible] উত্তেজনা বিরাজ করছে। জেলা প্রাথ[illegible] শিক্ষা কর্মকর্তা দেবেশ চন্দ্র সরক[illegible] সংবাদকে বলেন, ওপর মহল অনিয়ম কর[illegible] বলার কী আছে। তিনি নির্দেশে ক[illegible] করেছেন।

অন্যদিকে উপজেলা শিক্ষা কর্মক[illegible] শফিকুল ইসলাম বলেন, চণ্ডীপাশা ম[illegible] সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রফিকুল ইস[illegible] খানের যোগদানের বিষয়ের কোন কা[illegible] পাইনি। ঘটনা শুনে তার পক্ষ থেকে বলা [illegible] অফিস আদেশ দিয়েছে আউটারগাতি স্কু[illegible] তাকে দায়িত্ব পালনের জন্য।